বস্তুসার

(Abstract)

বাংলা সাহিত্যের সবথেকে নবীনতম শাখা হল ছোটগল্প। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ছোটগল্পের পথচলা শুরু হলেও বর্তমানে ছোটগল্প বিস্তর শাখা-প্রশাখা মেলে এক বিরাটাকার বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সূচনাপর্বে ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরেই লালিতপালিত হয়েছে। তারপর উঠে এসেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ লেখকেরা। ছোটগল্পে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কথা, শ্রমজীবী মানুষের কথা উঠে আসতে লাগল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল লেখক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। যাঁরা সমাজের নীচুতলার মানুষদের কথা, সাহিত্যে তথা ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে ছোটগল্পকার হিসেবে প্রথমেই নাম আসে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চল্লিশের দশক বাংলা সাহিত্য ও সমাজের কাছে এক উত্তাল সময়। স্বাধীনতা আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ নিয়ে প্রচুর ছোটগল্প লেখা হয়েছে এই সময়। ষাটের দশকের শুরুতে বিমল কর নিয়ে এলেন 'ছোটগল্প: নতুন রীতি'। এই দশকেই শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, হাংরি জেনারেশনের আন্দোলন, শ্রুতি সাহিত্য আন্দোলন ও নকশালবাড়ি আন্দোলন সংগঠিত হয়। সত্তর-আশির দশকে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় উঠে এসেছেন একদল ছোটগল্পকার। তাঁরা বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে অসংখ্য ছোটগল্প উপহার দিয়েছেন। এখনও তাঁদের কলম সৃষ্টিশীল। তাঁদের ছোটগল্পের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর পাশাপাশি তাঁদের ছোটগল্পে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক ভাবনা, সমাজচেতনা, অর্থনৈতিক সংকট ও দাম্পত্য সমস্যা কীভাবে উঠে এসেছে, তা তুলে ধরাই হবে আমার গবেষণার মূল বক্তব্য।

বাংলা ছোটগল্প নিয়ে এযাবৎ বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণা লক্ষ করা যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সত্তর দশকের বাংলা কথাসাহিত্য: প্রসঙ্গ রাজনীতি' শিরোনামে গবেষণা করেছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী। 'সত্তর ও আশির দশকের একশত ছোটগল্প: বিষয়বস্তু ও লেখকের অভিপ্রায়ের বিশ্লেষণ' বিষয়ে গবেষণা করেছেন রামকুমার মুখোপাধ্যায়। 'সত্তর পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পে প্রান্তবাসী' শিরোনামে গবেষণা করেছেন শুভলক্ষ্মী দাশগুপ্ত। উক্ত গবেষণা গ্রন্থগুলিতে গবেষকের

নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোচনা স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলা ছোটগল্প: স্বরূপ বিবর্তন' শিরোনামে গবেষণা করেছেন ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী। এই গবেষণা গ্রন্থে সত্তর দশক পর্যন্ত নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পের স্বরূপ ও বিবর্তন আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলা ছোটগল্পের সাম্প্রতিক প্রবণতা বিষয়ে তপোধীর ভট্টাচার্য, রবিন পাল, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, অলোক রায়, সুমিতা চক্রবর্তী, সোহারাব হোসেন প্রমুখের বিভিন্ন আলোচনা বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। বিশেষত লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত আলোচনা সর্বদাই লক্ষ করা যায়। তবে ১৯৮০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তন নিয়ে বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন কিছু লেখা চোখে পড়লেও সামগ্রিক আলোচনার অবকাশ আছে বলেই মনে করি। সেই সূত্র ধরেই 'বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বিন্যাস ও প্রকাশরীতি (১৯৮০ - ২০০০)' বিষয়ক গবেষণাকর্মে অনুপ্রাণিত হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকর্মগুলি অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে এ ধরনের গবেষণা সম্ভবত কোথাও হয়নি। সেদিক থেকে এই গবেষণাকর্ম একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম হিসেবে চিহ্নিত হবে বলে মনে করি।

সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে আলোচনার সুবিধার্থে ভূমিকা ও উপসংহার বাদ দিয়ে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধ্যায় বিভাজনগুলি নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায় : ছোটগল্প সংজ্ঞা স্বরূপ বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায় : নির্বাচিত ছোটগল্পকারদের ছোটগল্পের আলোচনা।

চতুর্থ অধ্যায় : সময়ান্তর্গত বাংলা ছোটগল্পের বর্গীকরণ।

পঞ্চম অধ্যায় : সময়ান্তর্গত বাংলা ছোটগল্পের দিক পরিবর্তন—আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ছোটগল্পের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য। ছোটগল্পের সংজ্ঞা নিয়ে সমালোচক মহলে বির্তক রয়েছে। ছোটগল্পের সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা এখনও গড়ে ওঠে নি। বিভিন্ন সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমালোচক ও ছোটগল্পকারগণ ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিয়েছেন। পাশ্চাত্য সমালোচকদের মধ্যে এডগার অ্যালান পো, ব্র্যান্ডার ম্যাথিউজ, উইলিয়াম হেনরি হাডসন, সিয়ান ও ফাওলিনের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর

‘সোনার তরী’ (১৮৯৪) কাব্যের ‘বর্ষাযাপন’ কবিতার কিছু পংক্তির মধ্যে দিয়ে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি ভূদেব মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই অধ্যায়ে সকলের বক্তব্যকে সামনে রেখে ছোটগল্পের একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য, ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাগ এবং উপন্যাস ও ছোটগল্পের পার্থক্যগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বিবর্তন যেমন মানুষের ধর্ম তেমনি সাহিত্যেরও ধর্ম। ছোটগল্প সবসময় মানুষের কথা বলে। সার্থক বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেও প্রথম বাংলা ছোটগল্প অনেক আগে লেখা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘মধুমতী’ গল্পকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু এই গল্পকে প্রথম সার্থক ছোটগল্প হিসেবে গণ্য করা হয় না। কারণ এই গল্পের কাহিনির সঙ্গে আলফ্রেড টেনিসনের 'Enoch Arden' কাব্যের কাহিনির অনেকটা মিল রয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের সার্থক বিকাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। ছোটগল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রিকার গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ছোটগল্পকার হিসেবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরীর নাম করতে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ‘কল্লোল’ (১৯২৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল ছোটগল্পকার উঠে আসেন। যাঁরা সমসময়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন গল্পের বিষয়ভাবনার বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছোটগল্পকার। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে স্বাধীনতা আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার কথা উঠে আসতে থাকে ছোটগল্পে। পাশাপাশি মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ছবিও ফুটে উঠেছে এই সময়ের ছোটগল্পে। ষাটের দশকে বেশ কিছু আন্দোলন সংগঠিত হয়। তার মধ্যে অন্যতম হল নকশালবাড়ি আন্দোলন। সত্তরের দশকে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়। আশি-নব্বইয়ের দশকের ছোটগল্পে গ্রামীণ জীবনকে নতুন করে দেখার একটা প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি উঠে আসতে থাকে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তিবিদ্যার আগ্রাসনের কথা।

তৃতীয় অধ্যায়ে নির্বাচিত ছোটগল্পকারদের ছোটগল্পের আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৮০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় অনেক ছোটগল্পকার উঠে এসেছেন। এঁদের মধ্যে নির্বাচিত করা হয়েছে নয়জন ছোটগল্পকারকে। তাঁরা হলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, নলিনী বেরা, কিন্নর রায়, অনিতা অগ্নিহোত্রী, অনিল ঘড়াই ও অহনা বিশ্বাস। একজন সাহিত্যিক যখন সাহিত্যের ইতিহাসে জায়গা করে নেন, তখন তাঁর লেখালেখির মধ্যে আলাদা বিশেষত্ব থাকতে বাধ্য। এই অধ্যায়ে নির্বাচিত ছোটগল্পকারদের ব্যক্তিগত জীবন, সাহিত্যিক জীবন, পুরস্কার প্রাপ্তি ও তাঁদের লেখালেখির বিশেষত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের ছোটগল্পের আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় সাধন চট্টোপাধ্যায় কঠিন বাস্তবতার রূপকার। পরিবর্তিত সময় ও সমাজের মধ্যে থেকে তিনি জীবনের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। ভগীরথ মিশ্র একজন গভীর জীবনবোধের গল্পকার। ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্পে গ্রামীণ সামাজিক জীবন অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। আঞ্চলিক ভাষার ব্যাপক ও অভিনব প্রয়োগ তাঁর ছোটগল্পে পাওয়া যায়। ভাষা তাঁর ছোটগল্পের অন্যতম সম্পদ। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় শিল্প বা সাহিত্যের বাঁধাধরা ছকে বিশ্বাস করেন না। এক ছক ভেঙে নতুন ছকে চলে যাওয়াকেই বেশি গুরুত্ব দেন। দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষের কথা, তাদের জীবনযাপন, নদী, ফেরিঘাট, নোনাজলের কথা উঠে আসে তাঁর ছোটগল্পে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্পে উইট ও স্যাটায়ার প্রবলভাবে উপস্থিত। পাশাপাশি তাঁর ছোটগল্পে বিচিত্র চরিত্রের, বিচিত্র পেশার মানুষের উপস্থিতি লক্ষণীয় বিষয়। নলিনী বেরা ছোটগল্পে লোকায়ত ঐতিহ্য ব্যবহার করেছেন। গল্প বর্ণনার ক্ষেত্রে নিজস্ব রীতি আবিষ্কার করেছেন। কিন্নর রায়ের প্রত্যেক ছোটগল্পের মধ্যেই একটি সামাজিক বক্তব্য আছে। তিনি স্বপ্ন দেখেন শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার। অনিতা অগ্নিহোত্রী কর্মসূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থান করেছেন। বিচিত্র পেশার, বিচিত্র শ্রেণির মানুষের ভিড় লক্ষ করা যায় তাঁর ছোটগল্পে। অনিল ঘড়াই ছোটগল্পে গ্রামীণ সমাজ, মানুষের অভাব-অনটন, সুখ-দুঃখের কথা বাস্তবতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ণনা, চারপাশের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিপুণভাবে তিনি ছোটগল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। অহনা বিশ্বাস শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনের গহন বনে বিচরণ করেন। তিনি তাঁর ছোটগল্পে নারীর

মনস্তত্ত্বের পাশাপাশি মানুষের অবচেতন মনের কামনা-বাসনার কথাও তুলে ধরেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে সময়ান্তর্গত বাংলা ছোটগল্পকারদের বিষয়ভাবনা অনুসারে ছোটগল্পগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্গীকরণ করা হয়েছে।—

ক. মনস্তত্ত্বমূলক ছোটগল্প।

খ. রাজনৈতিক ভাবনাযুক্ত ছোটগল্প।

গ. সমাজচেতনামূলক ছোটগল্প।

ঘ. অর্থনৈতিক সংকটমূলক ছোটগল্প।

ঙ. দাম্পত্য সমস্যাকেন্দ্রিক ছোটগল্প।

ক. মনস্তত্ত্বমূলক ছোটগল্প :

সাহিত্যের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের একটা সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরেই বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে সার্থকভাবে মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার', 'নষ্টনীড়', 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের কথা বলা যায়। নির্বাচিত গল্পকারদের অনেক ছোটগল্পেই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'তাই তো খুকু রাগ করেছে', 'শহরে বৃষ্টি হয়', ভগীরথ মিশ্রের 'খাঁচার পাখি', 'পটিদার', ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রমীলা প্রবেশ', স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'ভালো করে পড়্গা ইশ্কুলে', 'কাননে কুসুম কলি', নলিনী বেরার 'সুমন্তের বাড়ি', কিন্নর রায়ের 'চৌষট্টিকলা', অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'শেষ সামুরাই', অনিল ঘড়াইয়ের 'বিলভাত', 'ফেরা' এবং অহনা বিশ্বাসের 'যোটক' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি এই অংশে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

খ. রাজনৈতিক ভাবনাযুক্ত ছোটগল্প :

সমাজের একটি বহুল চর্চিত বিষয় হল রাজনীতি। সাম্প্রতিক সময়ে সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই রাজনীতি খোঁজার যেন একটা প্রচলন শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিষবাষ্পে সমাজ আজ ভারাক্রান্ত। রাজনৈতিক ভাবনা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক ছোটগল্প লেখা হয়েছে। নির্বাচিত ছোটগল্পকারদের গল্পেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ভাবনা রয়েছে। সাধন

চট্টোপাধ্যায়ের ‘মেহগনি’, ‘জ্যোৎস্নায় পার্লামেন্ট’, ভগীরথ মিশ্রের ‘হুলমারার ভমরা মাঝি’, ‘বানের জল’, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ‘জলের আয়না’, ‘জাহাজ ঘাটা’, নলিনী বেরার ‘আসা চাই’, ‘নদীর বালি এখনও তেতে আছে’, কিন্নর রায়ের ‘রথযাত্রা’, ‘পর্চারক’, অনিতা অগ্নিহোত্রীর ‘প্লাবন জল’, ‘নাম নেই’, অনিল ঘড়াইয়ের ‘চৌকিদার’, ‘কানাকড়ি’ প্রভৃতি ছোটগল্প এই অংশে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গ. সমাজচেতনামূলক ছোটগল্প :

ভালো-মন্দ মিলিয়েই মানুষ এবং মানুষের সমাজ। সমাজের বিভিন্ন দিক তথা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েই তৈরি হয় সামাজিক বা সমাজচেতনামূলক ছোটগল্প। মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ছবি ধরা পড়ে সমাজচেতনামূলক ছোটগল্পে। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় প্রচুর সমাজচেতনামূলক ছোটগল্প লেখা হয়েছে। সমাজচেতনামূলক ছোটগল্প হিসেবে এই অংশে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘এলাটিং বেলাটিং সই-লো’, ‘সীতা’, ভগীরথ মিশ্রের ‘ঝোরবন্দী’, ‘জগৎপুরে বিশ্বায়ন’, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ‘ব্যাং’, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘ক্যারাক্কাস’, ‘অষ্ট চরণ যোল হাঁটু’, নলিনী বেরার ‘বড়াভাজা, কটা-চোখ ও বঙ্কিম বুধকের গল্প’, কিন্নর রায়ের ‘মায়াদর্পণ’, ‘একজন সাহসী’, অনিতা অগ্নিহোত্রীর ‘তীর্থযাত্রা’, অনিল ঘড়াইয়ের ‘উরাংগাড়া’, ‘গ্রামদর্শন’, অহনা বিশ্বাসের ‘পুতুলখেলা এবং একটি নতুন প্রেমের কাহিনী’ প্রভৃতি ছোটগল্প বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘ. অর্থনৈতিক সংকটমূলক ছোটগল্প :

বিভিন্ন কারণে সমাজে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে, দুর্ভিক্ষ অথবা যুদ্ধ লাগলে, আবার শাসকের নিয়ন্ত্রণহীন শাসনের ফলেও সমাজে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। অর্থনৈতিক সংকটকে বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে রেখে অনেক ছোটগল্প লেখা হয়েছে। নির্বাচিত ছোটগল্পকারেরাও অর্থনৈতিক সংকটকে তাদের ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। আলোচনার এই অংশে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘পরশমণিরা’, ‘চব্বিশ ফুট’, ভগীরথ মিশ্রের ‘নাবাল’, ‘ফসলকাটার গান’, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ‘শশীকান্তর ১০০ দিনরাত্তির’, স্বপ্নময়

চক্রবর্তীর ‘রক্ত’, ‘পতাকার কাপড়’, নলিনী বেরার ‘এই এই লোকগুলো’, কিন্নর রায়ের ‘বলরাম’, অনিতা অগ্নিহোত্রীর ‘সুন্দর পটুয়া’, অনিল ঘড়াইয়ের ‘নুনা সামাডের গল্প’ প্রভৃতি ছোটগল্পে অর্থনৈতিক সংকট কীভাবে ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঙ. দাম্পত্য সমস্যাকেন্দ্রিক ছোটগল্প :

সমাজের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে বর্তমানে অন্যতম সমস্যা হল দাম্পত্য সমস্যা। বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের নির্বাচিত ছোটগল্পকারদের বিভিন্ন ছোটগল্পে দাম্পত্য সমস্যা লক্ষ করা যায়। বিবাহ-বিচ্ছেদ, সংসারে উপার্জনক্ষম স্বামী, পরকীয়া সম্পর্ক, পরকীয়া সন্দেহ, স্বামী-স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্যবোধের সমস্যাসহ দাম্পত্য সমস্যার নানাবিধ কারণ রয়েছে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘সময়ের ঘর-বাড়ি’, ভগীরথ মিশ্রের ‘সে ফেরেনি’, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ‘অন্য নারী’, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘বিমলাসুন্দরীর উপাখ্যান’, নলিনী বেরার ‘ডুমুরজলা’, কিন্নর রায়ের ‘বিবাহ বার্ষিকীর চল্লিশতম দিন’, অনিতা অগ্নিহোত্রীর ‘ভালোবাসার ধন’, ‘সম্ভবত মুক্তি বিষয়ক’, অনিল ঘড়াইয়ের ‘হলুদ পাখি’, অহনা বিশ্বাসের ‘পুপু কেমন থাকবে’ প্রভৃতি ছোটগল্পে কীভাবে দাম্পত্য সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে সময়ান্তর্গত বাংলা ছোটগল্পের দিক পরিবর্তন হিসেবে আলোচিত হয়েছে ছোটগল্পের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু। সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক। প্রত্যেক শিল্পী বা সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও উপস্থাপনরীতির পার্থক্যের কারণে তাঁর সৃষ্ট শিল্পকর্ম আলাদা হয়ে ওঠে। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পরস্পর সহাবস্থানে সৃষ্ট সাহিত্য কালজয়ী হয়। ছোটগল্পের প্রধানতম বিষয় মানুষ ও মানুষের বিচিত্র জীবন। আঙ্গিক মানবজীবনের গভীর রূপ উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করে। ছোটগল্পে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর সার্থক উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে গল্পকারের স্বাতন্ত্র্য নির্ধারিত হয়। এই অধ্যায়ে নির্বাচিত প্রত্যেক ছোটগল্পকারের উপস্থাপনভঙ্গি, বিষয়বস্তু নির্মাণের দক্ষতা, প্রকাশরীতি, পর্যবেক্ষণ শক্তি, গল্পকারের জীবনবোধের মতো বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি গল্পকার কীভাবে ভাষা ও সংলাপ নির্মাণ করেছেন, ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন, অন্তর্বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন, পরিবর্তনশীল গ্রামসমাজকে তুলে ধরেছেন এবং কীভাবে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে

ছেন, ইত্যাদি বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের শেষে তুলে ধরা হয়েছে উপসংহার। সাহিত্য সমাজের প্রতিচ্ছবি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পরিবর্তন হয়। আর সমাজের পরিবর্তন অনিবার্যভাবে সাহিত্যে উঠে আসে। একথা নির্বাচিত ছোটগল্পকারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনার মধ্য দিয়ে ১৯৮০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের ছোটগল্পের এবং নির্বাচিত ছোটগল্পকারদের বেশ কিছু পরিবর্তন তথা বিশেষত্ব ধরা পড়েছে। সেই বিশেষত্বকে সামনে রেখে কিছু সিদ্ধান্তের কথা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে আলোচনার সীমাবদ্ধতার দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে।